২৩-১০-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমাদের পড়া হলো বুদ্ধির, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার জন্য প্রবৃত্তিতে অনেক যুক্তির সঙ্গে চলতে হবে, খাওয়া - দাওয়ার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ।"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরের কাজ খুব আশ্চর্যজনক আর গুপ্ত কিভাবে ?

উত্তর :- প্রত্যেকেরই কর্মের হিসেব - নিকেশ শোধ করার কাজ খুবই আশ্চর্যজনক আর গুপ্ত । কেউ নিজের পাপ কর্ম যতই লুকোবার চেষ্টা করুক না কেন কিন্তু লুকানো যায় না । সাজা অবশ্যই ভোগ করতে হবে । প্রত্যেকেরই খাতা ওপরে থাকে, তাই বাবা বলেন--- বাবার হওয়ার পরে কোনো পাপ হয়ে গেলে, সত্য কথা বলে দিলে তা অর্ধেকই মাফ হয়ে যাবে । সাজা কম হয়ে যাবে । তাই লুকিও না । বলা হয় যে খড়কুটো যে চুরি করে সে যেমন চোর, লাখ টাকার চোরও তেমনই । লুকালে ধারণা হবে না ।

ওম্ শান্তি । তোমরা কার্ স্মরণে বসেছ ? বাচ্চারা বোঝে যে মাতা - পিতা, বাপদাদা এখনই আসবে, এসে আমাদের আশীর্বাদী বর্সা দেবে । বাবার থেকে আমরা আবার আগের পাঁচ হাজার বছরের মতো স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । প্রত্যেকের মনেই তো এই কথা আছে, তাই না । এখন এই নরক রূপী খড়ের গাদায় আগুন লাগবে । এই দুনিয়ার লোকের সাথে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই । তোমাদের জন্য এই জ্ঞানও গুপ্ত তাই আশীর্বাদী বর্সাও গুপ্ত । লৌকিক বাবার আশীর্বাদী বর্সা তো প্রত্যক্ষ হয় । লৌকিক বাবার এই সম্পত্তি চোখে দেখা যায় । বাবাকেও দেখা যায় আর বর্সাকেও দেখা যায় । এখন আমাদের আত্মাও গুপ্ত । এই চোখ দিয়ে না আত্মাকে আর না পরমাত্মাকে দেখা যাবে । লৌকিক সম্বন্ধে নিজেকে শরীর মনে করে, আর অন্যকেও শরীর মনে করে এই চোখের সাহায্যে দেখে,আর এই শরীর দানকারী বাবাকেও দেখতে পায় । শিক্ষক বা গুরুকেও দেখতে পায় কিন্তু এখানে বাবা, শিক্ষক এবং গুরু এই তিন রূপে বাবা হলেন গুপ্ত । বাচ্চারা জানে যে, আমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছি । আগে এই তৃতীয় নয়ন ছিলো না । আত্মা তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল । এখন বাবা আত্মাদের জাগাচ্ছেন, তাই আত্মারাও মালিকে পরিণত হচ্ছে । আমাদের বুদ্ধিও বলে যে আমরা অনেকবার বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছি -- অর্ধেক কল্পের জন্য । আবার অর্ধ কল্প আমরা হারিয়ে ফেলি । আবার নতুন করে আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি । শ্রীমত প্রদানকারীও গুপ্ত । তোমাদের আত্মাও জানে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে গুপ্ত রূপে এই জ্ঞান শুনছি । আত্ম - অভিমানী অবশ্যই হতে হবে । প্রথমে আত্মা, তারপরে শরীর । আত্মা অবিনাশী আর বাবাও অবিনাশী । বাবা যাঁর শরীর আশ্রয় করেন, তিনি বিনাশী । এই শরীরে এসেই তিনি বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকেন আর মনে করিয়ে দেন যে আমি এসেছি তোমাদের দৈবী সত্যযুগী স্বরাজ্যের জন্য পুরুষার্থ করাতে । এই পুরুষার্থও সম্পূর্ণ করতে হবে । সত্যযুগে কেবল তোমাদেরই রাজ্য থাকবে । তোমরাই সেখানে রাজত্ব করতে । তারপর পুনর্জন্ম তো নিতেই হয় । যারা শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলী বা দৈব কুলের তারাই থাকবে । দ্বিতীয় আর কেউই থাকবে না । চন্দ্রবংশীদেরও কেউ থাকবে না । এ তো বোঝার জন্য খুব সহজ কথা । বরাবর সত্যযুগে কোনো ধর্মই ছিলো না । এখন তো অনেক ধর্ম, নিজেদের মধ্যে তারা লড়াই - ঝগড়া করে । অনেক তালি বাজতে থাকে । সত্যযুগে ধর্মও এক তাই তালি বাজে না । তাই তোমরা বাচ্চারা গুপ্তভাবে তোমাদের রাজধানী স্থাপন করছো । প্রত্যেকেই বলবে যে আমরা আমাদের রাজ্যে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । তাই এই বাহাদুরীরও

প্রয়োজন । তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি, বাঘের উপর কেউই বসে না, শক্তির মহিমা দেখানোর জন্যই তাঁকে বাঘের উপর বসা দেখানো হয়েছে । তোমরা তো কখনোই বাঘের উপর বসো না । তোমরা তো মায়াকে জয় করবে । তোমরা এই বীরত্ব দেখাও তাই তোমাদের নাম শিবশক্তি সেনা রাখা হয়েছে । যদিও গোপরাও আছে, কিন্তু বেশিরভাগ মায়েদেরই ভূমিকা । অপবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ থেকে পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গে তোমরাই নিয়ে যাও । তোমরা জানো যে সত্যযুগ বিষ্ণুপুরীতে আমরা খুব সুখী ছিলাম । পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই সেখানে ছিলো । এখানে তো কতো দুঃখ । ঘরে যদি কুপুত্র থাকে তাহলে কতো বিরক্ত করে । ওখানে তো সর্বদা খুশীতেই থাকে । তোমরা জানো যে বেহদের বাবা আবার বেহদের সুখ দিতে এসেছেন । বাবা বলেন যে, যদিও গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো তবুও বুদ্ধিতে এই কথা ধারণ করো -- এ তো বুদ্ধির পড়া । ঘরে থেকে বাবার শ্রীমতে চলো । খাওয়া - দাওয়ারও প্রভাব পরে তাই অনেক যুক্তির সাহায্যে চলতে হবে । প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন তাদের নিজের । কেউ বন্ধনে আছে আবার কেউ বন্ধনমুক্ত । কেউ কেউ আবার জ্ঞানের গুণগুণ করে ছেড়েও দেয় । যুক্তি দিয়ে তো অনেক ভাবেই বোঝানো হয় । বলো বাবার নির্দেশ হলো পবিত্র হও, আমি তোমাদের ভক্তির ফল দিতে এসেছি । তাই অবশ্যই ভগবানের মতে চলতে হবে তাহলেই সাজা না খেয়েই আমরা জীবনমুক্তিতে যেতে পারবো । জন্ম - জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপর আছে । বাবা যেমন এক সেকেন্ডেই মুক্তি বা জীবনমুক্তি দেন, তেমনই সাজাও এক সেকেন্ডেই দেন, কিন্তু অনেক সময় ভোগ করতে হয় । যেমন কাশী কলবটের@ কথা আছে, হিসেব - নিকেশ শোধ করার জন্য তারা অল্প সময়ে অনেক সাজা খায় । তোমাদের তো সাজা ছাড়াই হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে তাই এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে সাজা না খেতে হয় । বাবাকে স্মরণ করা খুব ভালো । বিনাশ যে সামনে উপস্থিত । বিনাশ কালে পাণ্ডবদের প্রীত বুদ্ধি । বাবা সামনে এসেই এই প্রীত বুদ্ধির পরিচয় রেখেছেন । বাকি অন্যদের সঙ্গে প্রীতি রেখে কি করবে ? এখন সবই শেষ হয়ে যাবে । এক বাবাকে স্মরণ করার তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে । বাইরে থেকে মিত্র - সম্বন্ধীদের কুশল জিজ্ঞেস করতে পারো কিন্তু মনে এক বাবা । দেহের সম্বন্ধে যারা প্রেমিক - প্রেমিকা তারা ঘরে থেকে একে অপরকে স্মরণ করে । তোমরা হলে শিববাবার আশিক । তিনি তোমাদের সম্মুখে আছেন । তিনি তোমাদের স্মরণ করেন, তোমরাও তাঁকে স্মরণ করো । শিববাবা এই শরীরে এসে আত্মাদের বিবাহ - বন্ধন নিজের সঙ্গে করান । একে বলা হয় আত্মাদের, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে কল্যাণকারী মেলা । তোমরা হলে জ্ঞান - গঙ্গা । আর জ্ঞান - সাগর বাবা হলেন একজনই । সেই বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে । বাবা আর কোনো পরিশ্রম করান না কেবল পবিত্র থাকতে হবে । কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলেই তোমরা কৃষ্ণপুরীর মালিক হতে পারবে । বাবার আদেশ হলো, পবিত্র হতে পারলে ২১ জন্মের রাজত্ব পাবে । পতিত হওয়ার থেকে তো বাসন মেজে থাকা ভালো । কিন্তু দেহ - অভিমান না যাওয়ার কারণে তোমরা এই আশীর্বাদী বর্সাকেও হারিয়ে ফেলো । তোমরা দেখো যে বাবা কতো উদার, তিনি এই পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরেই এসেছেন । শিববাবাকে সোমনাথ মন্দিরে পুজো করা হয় । সেই বাবা দেখো এই সময় কতো সাধারণ অবস্থায় বসে আছেন । এখন পরমাত্মা স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন, এই মতে না চললে তোমাদের পদ প্রাপ্তিতে গন্ডী টানা হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন, বাচ্চারা, পবিত্র হও । এখন সকলেই ব্যভিচারী । শ্রেষ্ঠাচারী তাদেরই বলা হয় যারা পবিত্র থাকে । গভর্নমেন্ট সন্ন্যাসীদের দল তৈরী করেছেন, যে তোমরা সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলো । কিন্তু একমাত্র সত্যযুগেই সকলে শ্রেষ্ঠাচারী হয় । এখানে তা কেউই হতে পারে না । পবিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয় । সন্ন্যাসীরা পবিত্র তবুও তারা অপবিত্রদের থেকে জন্মগ্রহণ করে কেননা এ হলো মায়ার রাজ্য ।

এখানে কেউই যোগবলের দ্বারা জন্মায় না । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তোমাদের মন সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত । সামান্য অহংকারও যেন না থাকে । সম্পূর্ণ গরীব থাকা তাও ভালো । বাবা হলেন গরীবের ভগবান, বাহ গরিবী বাহ । এই গরীবদেরই সাহুকার বানাতে হবে । বাবা বলেন, আমি ভারতকে গরীব থেকে সাহুকারে পরিণত করি ।

ভারতবাসীরাই তা হবে আর তারাই হবে যারা এই শ্রীমতে চলবে । তারাই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । বাবা কৃষ্ণপুরী বা স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখান । বাবার নির্দেশ হলো পবিত্র হও আর কোনো মানুষকেই গুরু মেনো না । এই পবিত্রতার উপরই বেশী খিটমিট লেগে থাকে । কাউকে যদি মারধোর করা হয় বা ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন সে কি করবে ? বাবা তাকে শরণ দেন , তবে এমন নয় যে বাবার কাছে এসে সম্বন্ধীদের মনে পড়তে থাকলো আর নিজের ক্ষতি করতে থাকলে । তখন দুই জায়গা থেকেই তোমাদের বের করে দেওয়া হয় । জ্ঞানের ধারণা না হলে তোমরা শুধরাবে না । পুরানো চালেই চলতে থাকে । এখানে তো কোনো পাপই করা উচিত নয় । তোমাদের তো পুণ্য আত্মা হতে হবে । শ্রীমতের আধারে নিজেকে জিজ্ঞেস করো -- এ পাপ না পুণ্য ? বাবা বোঝান যে, যা পাপ করেছো তা বাবাকে বলে দিলে অর্ধেক পাপ দূর হয়ে যাবে । অনেক বাচ্চা বলে, আমরা এই করেছি । এ দোষ, অমুকের দ্বারা পতিত হয়ে গেছি । বাবা তো জানেন যে কতো বিকর্ম করেছো । তিনি বোঝান, এখন কোনো পাপ করো না, নাহলে সাজা শতগুণ বেড়ে যাবে তখন ধর্মরাজপুরীতে সাক্ষাৎকার করানো হবে । তুমি এই এই পাপ করে লুকিয়ে রাখতে । কিন্তু লুকানো তো যেত না । যদিও তোমরা দেখতে না কিন্তু বাবা তো ভালোভাবেই জানতো । ধর্মরাজের কাছে সমস্ত খাতা থাকে । এই ঈশ্বরীয় কাজ হলো খুবই আশ্চর্যজনক আর গুপ্ত । বলা হয় না -- অবশ্যই কোনো পাপ করেছিলো তাই পরের জন্মে ছি ছি ঘরে জন্ম হয়েছে । তাহলে অবশ্যই তা জমা হয় । ওপরে খাতা তো আছে তাই না । এখন সেই খাতা এখানে আছে তাই বাবা বোঝাতে থাকেন, এখন কোনো পাপ করো না । খড়কুটোর চোর আর লাখ টাকার চোরকেও একই বলা হয় । বোঝা উচিত যে আমরা অনেক বড় পাপ করছি তাই পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে । ধারণা না হলে এই ঈশ্বরীয় সেবা করতে পারবে না, অন্যেরও তো কল্যাণ করতে হবে । এমনভাবে সময় নষ্ট করলে, পাপ করতে থাকলে পদও কম প্রাপ্ত করবে । তখন কল্প -কল্পান্তরের জন্য সেই পদ হয়ে যাবে, তাই যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে । জিজ্ঞেস করা হয় -- বাবার কাছে কেন এসেছো ? বলে -- সূর্যবংশী রাজধানীর আশীর্বাদী বর্সা নিতে, তাহলে তো অবশ্যই শ্রীমতে চলতে হবে । দেখতে হবে, আমার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ বা পাপ হয়ে যায় নি তো ? নাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে, তখন গিয়ে দাসদাসী হবে । এরজন্য এখানে থোড়াই এসেছো । যখন মাম্মা -বাবা বলো তখন নর থেকে নারায়ণ তো হওয়া উচিত, তাই না । ধারণা ছাড়া কি করে পদ পাবে । মাম্মা -বাবা বলে সেই মা - বাবার কোলে যদি না বসো তাহলে বুঝতে হবে সম্পূর্ণ পড়া পড়ো না । মাম্মা - বাবা তো নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হন, তাই না । তোমাদেরও বাবা সেই পড়াই পড়ান । তাই বাবার থেকে সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়া উচিত । অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে পাপ করে কিন্তু বলে না । যতোই বোঝাও তবুও ছাড়ে না । চোরের অভ্যাস তৈরী হয়ে গেলে, চুরি ছাড়া, মিথ্যা ছাড়া থাকতেই পারে না । সত্য বাবার কাছে সত্য কথাই বলা উচিত । বাবাকে বলা উচিত যে আমার দ্বারা এই পাপ হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করো । মায়া পাপ করিয়ে নিয়েছে । আচ্ছা, তবুও সত্যকথা বললে পাপ অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে । নাহলে পাপ বাড়তেই থাকবে । কেউ কেউ বলে কাজ - কারবারে পাপ হয়ে থাকে । ব্যবসায়ীরা যখন পাপ করে তখন তাদের ঘাম বের হতে থাকে যে কিভাবে এই পাপ কম

করা যায় । পাপ করে আবার টাকা পুণ্য কাজে লাগানো, সেও ভালো । ডুবন্ত নৌকা থেকে যদি লোহাও বের হয়, সেও ভালো । এই বাবা যখন স্বর্গের স্থাপন করছেন তখন সব পুণ্যতেই যাবে । যারা দান – পুণ্য করে তাদের তো প্রাপ্তি হয় । বাবা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলেন, বাবা প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর মতামত দেন, তাই বাচ্চাদের এমন কাজ করা কখনোই উচিত নয় । কিন্তু মায়া ছাড়ে না । ভালো ভালো জিনিস দেখলেই খেয়ে ফেলে বা উঠিয়ে নেয় । এমন এমন পাপ কর্ম করে নিজের পদই ভ্রষ্ট করে নেয় । কোনো কোনো বাচ্চা আবার বাবা – বাবা বলে তারপর হাত ছেড়ে দেয় । বাবার হাত ছেড়ে দিলে তখন কি হাল হবে ? মায়া তখন কাঁচা খেয়ে ফেলবে, তখন তারা আর কড়িতুল্যও থাকবে না । নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকবেই, তাই না । সুখধামে কেউ রাজত্ব করবে, কেউ আবার সাধারণ হবে । সেখানে তো দাসদাসীও থাকবে । এখন বাচ্চারা তোমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের সুখের বর্সা পাচ্ছো, তাই বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ বর্সা নাও । মৃত্যু তো সামনেই উপস্থিত । এখানে তো অকালে মৃত্যু হতেই থাকে । এরোপ্লেন পড়ে গেলে সব মানুষ মরে যায় । কেউ কি জানতো যে এইসব হবে । মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত তাই চেষ্টা করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা নেওয়া উচিত । শ্রীমতে চলে শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই কাজ করো । সাথে সাথে এই পড়াও করো । বাবা তো সব যুক্তি বলে দেন । পুরুষার্থ করে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা খুবই ভালো অপবিত্র হওয়ার থেকে । কিন্তু দেহী – অভিমানী হতে হবে । পবিত্রতার মান তো আছে, তাই না । পবিত্র না হলে পদও পাবে না । এইসব কথা বাচ্চাদের বোঝানো হয় । বাচ্চাতো বৃদ্ধি পেতে থাকবে । প্রজাও অনেক তৈরী হবে । একজন রাজার তো হাজার আন্দাজে প্রজা চাই । রাজা হওয়াতে পরিশ্রম আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) এই বিনাশকালে সত্যিকারের মনের প্রীতি এক বাবার সাথে রাখতে হবে । একের স্মরণেই থাকতে হবে ।

২) সত্য বাবার সাথে সর্বদা সততা বজায় রাখতে হবে । কোনো কিছুই লুকানো যাবে না । দেহী – অভিমানী থাকার পরিশ্রম করতে হবে । কখনোই অপবিত্র হবে না ।

বরদান :– মহাবীর হয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে সদা নির্ভয় আর বিজয়ী হও ।

যে মহাবীর সে কখনোই এই বাহানা করবে না যে পরিস্থিতি এমন ছিলো, সমস্যা এমন ছিলো তাই হেরে গেছি । সমস্যার কাজ হলো আসা আর মহাবীরের কাজ হলো সমস্যার সমধান করা না কি হেরে যাওয়া ? সেই মহাবীর যে সদা নির্ভয় হয়ে বিজয়ী হয়, ছোটোখাটো বিষয়ে দুর্বল হয় না । মহাবীর, বিজয়ী আত্মারা প্রতি কদমে শরীর আর মনে খুশী থাকে, তারা কখনোই উদাস হয় না, তাদের কাছে স্বপ্নেও দুঃখের ঢেউ আসতে পারে না ।
স্লোগান :– সবার প্রতি সদা কল্যাণের ভাবনা থাকবে –– এই হলো জ্ঞানী, যোগী আত্মার লক্ষণ ।